একটি দিব্য আলোক

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

প্রভু জগদ্বন্ধু। পরমব্রহ্মের একটি দিব্য আলোক! মধুজ্যোতি। যে পরম জ্যোতি সচ্চিদানন্দঘন সগুণ বিগ্রহ। ইনি ভগবৎবেত্তা নন, ইনি সাক্ষাৎ ভগবৎসত্তা। বিশুদ্ধ সত্ত্বালোকের চিন্ময় প্রকাশ রসঘন মূর্তি—ভগবান পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ভূলোকে নবরূপায়ণ। তাই তাঁর নাম জগদ্বন্ধু—কারণ, বিশ্বজগৎচরাচরের সঙ্গে তাঁর 'বন্ধন' চিরন্তন। কেন? কারণ, তাঁর থেকেই সর্ব জগতে সর্বলোকে যাবতীয় সব কিছুর আবির্ভাব হইয়াছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সম্বোধিতে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভাসিত হয়। তাই জগদ্বন্ধু হইলেন ''জগতের বন্ধু''। মহাকারণ দিব্য চেতনার চিন্ময় আলোকের নিত্য জগৎ হইতে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন জীবজগৎকে মায়িক ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিতে—তাঁর নিজের কথায়—''আমি এবারে দণ্ডদাতা নই, মহাউদ্ধারণ বটী'' আর দ্বাপরের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উল্লিখিত তাঁর প্রতিজ্ঞা—

পঞ্চতত্ত্ব একাধারে প্রেমের প্লাবন।
হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ॥

''যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায়সম্ভবামি যুগেযুগে॥''

এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে প্রভু আসিয়াছিলেন।

একদা বিধাতার দৈবযোগে ফরিদপুরের গোবিন্দপুর গ্রামের দীননাথ ও কাফুরা গ্রামের বামাদেবীর শুভপরিণয় সুসম্পন্ন হইয়া গেল। ইহা যেন এক পরম মাঙ্গলিক ভাবীভাগ্য সূচিত নিত্যযুক্তযোগ হইল। বিবাহের কিছুকাল পর বামাদেবীর 'গুরুচরণ' নামে একটি পুত্ররত্ন ভূমিষ্ঠ হইল। কিন্তু মাত্র আটমাস বয়সে গৃহস্থ সকলের নয়নমণি সেই পুত্ররত্নটি কোন অজানা রাজ্যে বিদায় লইল। স্নেহমণি পুত্রের বিয়োগ-বেদনা পিতামাতার হৃদয়ে চরম আঘাত হানিল। তারপর শোকাতুর দম্পতির সান্ত্বনায় অচিরেই প্রথমে আসিল একটি নিরুপমা কন্যা—''কৈলাসকামিনী''। কৈলাসকামিনী পিতামাতার হৃদয়ের ভার লাঘব করিয়া অনেকখানি স্থান অধিকার করিল নিঃসন্দেহ তথাপি পিতামাতার পুত্রলাভ লালসা বাড়িল বই কমিল না। মানব হৃদয়ের প্রেম মরণশীলকে কখনো বাঞ্ছা করে না। দীননাথ ও বামাদেবী অমৃতময়ের ধ্যানে পুত্রকামনায় প্রতিনিয়ত অন্তরের অপার্থিব বাৎসল্যরসের তর্পণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই হৃদয় বিদারক তর্পণ অমৃতলোকে স্পন্দন তুলিল। এমন সময়ে দীননাথ পত্নী ও কন্যাসহ গোবিন্দপুরের নিবাস চুকাইয়া দিয়া বঙ্গভূমিতে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের জাহ্নবী তীরবর্তী ডাহাপাড়া নামক স্থলে তাঁহার নিবাস স্থাপন করিলেন। এই ডাহাপাড়ায়ই পরম ভাগবতস্বরূপ পণ্ডিতপ্রবর দীননাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় তদানীন্তন রাজার সভাপণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া ছিলেন। সেই সূত্রে একদা ডাহাপাড়ায় আগত নবদম্পতি তথাকার রাজবাটীতে এক শুভ অন্নপ্রাশন উৎসবের মহোৎসবে যোগদান করিবার জন্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কর্মবহুল উৎসব দিবসের নানাবিধ পরিশ্রমের পর ক্লান্ত নরনারী যখন শ্রান্তদেহে নিদ্রাদেবীর কোলে বিশ্রাম লইতেছিল, তখন এক নিস্তব্ধ রজনীতে দীননাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় তৎপত্নী বামাদেবী সহ একটি কক্ষে নিদ্রিত ছিলেন; নিদ্রাবিভূত অবস্থায় বামাদেবী স্বপ্ন দেখিলেন—'প্রাণপতির কণ্ঠলগ্ন হইয়া তিনি গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছেন। স্নান করিয়া দুইজনে বসিয়া পূর্বাস্যে আহ্নিক করিতেছেন—ওদিকে নদীর অপর পারে আকাশে চন্দ্রমা নিঃশেষে সুধা ঢালিয়া অন্তর্হিত হইয়াছে—গঙ্গাতীরে গঙ্গাজলের হিল্লোল তরঙ্গায়িত হইয়া আসিয়া পড়িতেছে ও শুভ্রফেনিল তরঙ্গরাশি দোদুল্যমান অবস্থায় ফুলিয়া ফুলিয়া ঢেউ খেলিয়া চলিয়াছে— সেই শুভ্রফেনিল তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া একটি প্রফুল্ল শতদল ধ্যানস্থ তাঁহাদের সম্মুখে ভাসিয়া

আসিল। তন্মধ্যে নবনীত কোমল স্বর্ণবর্ণ দেবশিশু উত্তানভাবে শায়িত রহিয়াছে! দীননাথ সেই দিব্য লক্ষণযুক্ত শিশুটিকে দুই হস্তে তুলিয়া লইয়া বামাদেবীর অঙ্কে দিলেন। বামাদেবী সেই অপার্থিব ধন পাইয়া শিশুকে আপন বক্ষে জাপটাইয়া দুই হস্তে বক্ষে ধারণ করিয়া লইলেন। তৎক্ষণাৎ শিশুটির কোমল স্পর্শে যেন তাঁহার সর্বশরীর শিহরিত হইয়া চৈতন্যময় হইয়া উঠিল।' সেই মুহূর্তে বামাদেবীর নিদ্রাও ভঙ্গ হইয়া গেল। সে সময় দীননাথের নিদ্রাও ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহারা দেখিলেন যে তখন ব্রাহ্মমুহূর্ত প্রায় উপস্থিত এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বামাদেবীর পূর্ণগর্ভ লক্ষণ প্রকাশিত। ইহা দেখিয়া বামাদেবী পতিকে স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিলেন। স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিতে শুনিতে দীননাথ ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন এবং পতিপ্রাণা সতীকে লইয়া তখনই ভাবাবিষ্ট দীননাথ সকলের অলক্ষ্যে আপন গৃহ পানে চলিলেন। যেন যন্ত্রচালিতের মত দুইজনে গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বপ্নের আবেশে বামাদেবীর হস্তদুইখানি শিশুকে জড়াইয়া ধরিবার মত বুকে লাগানো অবস্থাতেই ছিল। সে অবস্থায় গৃহে আসিয়া দুইজনেই ভাবেন—ইহা কি বাস্তব, না স্বপ্ন! তখন বামাদেবী আপন বক্ষের হস্ত তুলিয়া দেখেন—কিছুই নাই, স্বপ্নই বটে।

এই বিষয় চিন্তন করিতে করিতে ঐ অপরোক্ষ অনুভূতির প্রগাঢ় তন্ময়তায় হঠাৎ বামাদেবীর সর্বশরীর অবসন্ন হইয়া সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়া গেল এবং তিনি যেন নিজ অন্তরের তন্ময়তায় আত্মস্থ হইয়া পড়িলেন। দীননাথের অবস্থাও একই প্রকার। দীননাথ বামাদেবীকে লইয়া স্খলিত চরণে গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া আপন কক্ষে গিয়া শয্যায় শায়িত হইলেন। তৎপরে উহারা নিদ্রাবিভূত হইয়া পড়িলেন। কতসময় অতিবাহিত হইয়া গেল তাহা কেহই অবগত রহিলেন না। হঠাৎ একসময় দীননাথের সূক্ষ্ম সংজ্ঞা জাগ্রত হইয়া উঠিল এবং তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন যে পার্শ্বে শয্যায় শায়িতা বামাদেবীর গর্ভ হইতে এক অত্যুজ্জ্বল দিব্য প্রকাশ কোটি চন্দ্রাভামণ্ডল প্রকটিত হইয়া শয্যায় স্থিত হইল এবং তন্মধ্য এক দিব্য শিশু আবির্ভূত হইয়া দুইহস্ত উত্তানভাবে হস্তপদাদি সঞ্চালন করিয়া খেলিতে লাগিল! দীননাথের স্থূল চেতনা ফিরিয়া আসিলে দেখিলেন যে সেই মুহূর্তে বামাদেবীও জাগ্রতা হইয়াছেন। দুজনেই তখন দেখিলেন যে কক্ষ জ্যোতির্ময় আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে এবং শয্যায় এক অপূর্ব শিশু বিদ্যমান!! ভাববিহ্বল অবস্থায় নিজ আত্মজ বোধে দেবী তখন পরমানন্দে সেই পরমশিশুকে কোলে তুলিয়া লইলেন। শিশুসুন্দরের অপার্থিব স্পর্শে বামাদেবীর হৃদয়ে শুদ্ধ বাৎসল্যের ভাবময় ধারা উদ্বেলিত হইয়া উঠিল এবং তিনি অনুভব করিলেন যে তাঁহার গর্ভলক্ষণ তিরোহিত হইয়া গিয়াছে এবং নিজ স্তনদ্বয় হইতে অবিরত দুগ্ধধারার ক্ষরণ হইতে লাগিল।—আশ্চর্য্য!— এই মাতৃত্ব ও পুত্রত্ব সম্বন্ধ নিত্যকালের। মাতা ও পুত্রের এই সম্পর্ক দিব্যের অনুশাসনে পরিচালিত। এক্ষেত্রে দিব্যের বাৎসল্য-রসভাবনাই প্রকৃত গর্ভ। ইহা অত্যদ্ভুত হইলেও ইহাই পরম সত্য। ইহা সন্দর্শনে দীননাথ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; শুধু নির্নিমেষ নয়নে মাতা-পুত্রের পানে চাহিয়া রহিলেন।

এ কালেও অসম্ভবের সম্ভব সাধিত হয়। অজ যিনি তাঁহার জন্ম—ষোলই বৈশাখ, শুক্রবার ১২৭৮ সন, সীতানবমী তিথি ইং ২৮শে এপ্রিল, ব্রাহ্মমুহূর্তে সূর্য্যোদয়ের একঘন্টা পূর্বে, ''জন্ম মাহেন্দ্রক্ষণে'' পুষ্পবন্তযোগে বামাদেবী যখন আত্মস্থা হইলেন তখনই ভগবান পুরুষোত্তম শ্রীহরি পূর্ব প্রতিজ্ঞা রক্ষণার্থ সর্বজীব কল্যাণ ও মহাউদ্ধারণ কর্মে প্রেম বিতরণ করিবার জন্য মহাপ্রাণময় আদিত্যরশ্মির রসধারা ও চান্দ্রীসুধা আশ্রয়করতঃ গোলক হইতে পবিত্র গঙ্গাধারায় সুষুম্না পথ অবলম্বন করিয়া এই ব্রহ্মাণ্ড কটাহের উত্তর-মেরুস্থিত সত্যলোকে (সহস্রার কমলে) শতদল পদ্মোপরি (শ্রীগুরুচক্রে আসীন অবস্থায়) প্রথম দশায় অবতীর্ণ হইলেন। তৎপরে সেই মহাচিন্ময় আলোকোজ্জ্বল সম্পন্ন জ্যোতিপুঞ্জাকৃতি দেহ লইয়া পবিত্র গঙ্গার অন্তঃসলিলা ধারা সরস্বতীর (ব্রহ্মনাড়ী) ধারা অবলম্বনকরত সুষুম্নাস্থিত আকাশমার্গে অবতরিত হইয়া কারণ-জগৎ অতিক্রম করিয়া, হৃদয় সরোজ বিকশিত করত পঞ্চতত্ত্বময় জগৎ অতিক্রম করিয়া, ভূলোকের গঙ্গাবক্ষে সূক্ষ্মরূপে পীতবর্ণ পঞ্চতত্ত্বময় শ্রীশ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ধুরূপে মাতা বামাদেবীর গর্ভ অবলম্বন করিয়া, তথায় স্থূল চিন্ময় দেহ নির্মাণ করিয়া, অলৌকিক উপায়ে স্বেচ্ছায় স্থূল দিব্যশরীরে ধরায় প্রকটিত হইলেন। এই দিব্যশিশুকে দর্শন করিয়া মাতা বামাদেবী ভাববিহ্বল চিত্তে এক অব্যক্ত সম্মোহিত অবস্থায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। দ্বাপরে মা যশোমতী যেমন যোগমায়া সমাশ্রিতা হইয়া অনাদির আদি গোবিন্দ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রাকৃত শিশুজ্ঞানে স্তনদুগ্ধ ও সরনবনী খাওয়াইয়া প্রতিপালিত করিয়াছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে ন্যায়রত্ন গৃহিণী বামাদেবীও জগদ্বন্ধুসুন্দরকে পুত্ররূপে পাইয়া পরম বাৎসল্যে অন্ধ হইয়া প্রাকৃত স্নেহে আপন সন্তানবোধেই পালন করিয়াছিলেন।

'অবতারের অবতরণ', এ এক রহস্যপূর্ণ বিষয়। স্বয়ং ভগবৎকৃপালাভ না হইলে অবতারের অবতরণ রহস্যের মাহাত্ম্য কেহই অনুধাবন করিতে সক্ষম হন না। নিত্যসিদ্ধ মহাত্মাগণেরাই একমাত্র অবতারের অবতরণ-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অবগত হয়েন। কারণ, নিত্যসিদ্ধেরা ভগবৎ কৃপাশক্তি ও করুণালাভে সিক্ত ভগবৎ ভক্ত বিশেষ। প্রকৃত ভক্তের বক্ষে সর্বদাই ভগবানের অধিষ্ঠান। এই সূত্রে ভক্ত ও ভগবান অভেদ। তথাপি ভক্ত জানে যে ভগবান অসীম সাগর আর ভক্ত উহার তটিনীস্বরূপ। যিনি ভগবৎকৃপায় মায়া ও যোগমায়াকে সঠিকরূপে চিনিতে সক্ষম, তিনি সগুণ-নির্গুণ ব্রহ্মের পরম স্বরূপকে জ্ঞাত হইয়া পরমানন্দে ভগবানের লীলাকে আস্বাদন করিতে সক্ষম হন।

(সহায়ক গ্রন্থ: বন্ধুলীলাতরঙ্গিনী।)

—হরি ওঁ তৎ সৎ—

প্রভু জগদ্বন্ধুর মতেও পাতঞ্জল যোগপন্থা সাধন শ্রেষ্ঠ

ভক্তিমার্গে রাগানুগা সাধনার পথে যে সাত্ত্বিক আচার সাধকগণকে পালন করিতে হয় তাহা পাতঞ্জল যোগদর্শনের অন্তর্গত যোগপন্থা — ইহা প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর ব্রজমাধুর্য্য সাধনের সাধকগণকে বলিয়াছেন। যে প্রকারে সত্ত্বগুণ আশ্রয়পূর্বক গোবিন্দকার্য্য সম্পন্ন করিতে হয় এবং ঐ সত্ত্বগুণাশ্রিত কার্য্যাদি যেভাবে নির্বাহ ও অভ্যস্ত করিতে হয়, তাহার বিষয়ে প্রভু জগদ্বন্ধু বলিয়াছেন যে সাত্ত্বিক অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা প্রথমে সাধক-অন্তরের রাজস ও তামসবৃত্তিকে নিরোধ করিয়া ফেলিতে হয়। অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা মনের অনন্তবৃত্তি অবরুদ্ধ হইয়া ধ্যান ও মননরূপ একতানবৃত্তি যখন স্থায়ী হয় তখন এক সময় কতিপয় সাধকের চিত্তবৃত্তির নিবৃত্তি অবস্থা আসে। অন্তরে বৈরাগ্য জন্মানো অতি কঠিন ব্যাপার। ভোগস্পৃহা বর্জনের নাম বৈরাগ্য। অনুসন্ধান দ্বারা যদি প্রত্যেক বস্তু ও বিষয়ের দোষ মর্মে মর্মে প্রত্যক্ষ করা যায় তবেই তদ্বিষয়ক স্পৃহা পরিত্যাগ হইতে পারে; নচেৎ পারে না। সাত্ত্বিক আচার যথা যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যানাদির অনুষ্ঠান করিয়া অভ্যাসযোগে উপনীত হইয়া আগে দেহ ও মনকে পবিত্র করিতে হয়। ঐ অষ্টাঙ্গপাদ সাধন করিতে করিতে আপনা হইতেই প্রাণায়ামের প্রভাবে মনের চঞ্চলতা দূরীভূত হইয়া বুদ্ধি স্থির হইলেই তখন অন্তরে বৈরাগ্যের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া ওঠে এবং অন্তিমে সাধকের প্রাণের গতি বহির্মুখীন অবস্থা হইতে অন্তর্মুখীন অবস্থায় উপনীত হইয়া ত্যাগের আসনে সাধককে সমাসীন করিলে তখন ঐকান্তিক মনে সাধক গোবিন্দের কার্য্য করিবার জন্যে উপযুক্ত হন। অষ্টাঙ্গযোগ সাধনের মাধ্যমে সাধক হন নিত্যশুচি, সুন্দর ও শান্তভাবযুক্ত। এই শান্তভাব ধারণ করিয়াই ব্রজরসতত্ত্বে বিশ্বাস করিয়া তাহার সেবাধিকারী হইবার জন্য চেষ্টা করিতে হয়। অতএব যে কোনো মার্গের সাধকেরই শুধুমাত্র মন্ত্রসাধনা পর্য্যাপ্ত নহে, যোগমার্গ সকলেরই অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়।

(সহায়ক গ্রন্থ —মহা মহাপ্রভু জগদ্বন্ধু)

—মাতৃচরণাশ্রিত ডাঃ বরুণ দত্ত

অভ্যাস

চিত্তকে স্থির করিবার জন্য যে যত্ন, যে যত্নে রাজস-তামস ভাব দূরে যায় সেই যত্নের নাম অভ্যাস। সাত্ত্বিক অভ্যাসের সংক্ষেপে লক্ষণ এই যে — বিষয় চিন্তা ত্যাগ করিয়া চিত্তকে যত্নপূর্বক বারংবার গোবিন্দ চিন্তায়, ব্রজ চিন্তায় একাগ্র বা একতান করা এবং তাহার পূর্বসাধন, যম-নিয়মাদি আচার ব্যবহারের অনুষ্ঠান করা। যে যত্নের দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই যত্নে ও তদ্রূপ অনুষ্ঠানে তৎপর হওয়ার নাম অভ্যাস। **—প্রভু জগদ্বন্ধু**

সংশোধনী

১৫ই জানুয়ারীতে প্রকাশিত হিরণ্যগর্ভের সংখ্যাতে 'ডারুইন ও নৃসিংহ' প্রচ্ছদে 'রামের কাল খৃঃ পূঃ ৪১২৪' অংশটির শুদ্ধ পাঠান্তর হল 'রামের কাল এখন থেকে ৪১২৪ বছর পূর্বে'। অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।